গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ২৯ অক্টোবর - ৪ নভেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

টিকার ফাঁপা হিসাব দিয়ে ব্যর্থতা ঢাকা যাবে না

দেশজুড়ে মহা আড়ম্বরে পালন করা হল করোনা ভ্যাকসিনের ১০০ কোটি ডোজ পূর্ণ হওয়ার দিনটি। সমস্ত সরকারি বেসরকারি চ্যানেলে সারাদিন প্রচার চলল। সারা দিল্লি আলোয় মুড়ে দেওয়া হল। চতুর্দিকে সাজো সাজো রব। মোদি বন্দনায় মেতে উঠল ভক্তের দল। 'শক্তিমান', 'বাহুবলী' এমন কল্পজগতের মহাবীরদের সাথে তুলনা করা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবির সাথে বাস্তবের মিল কতটা! ১০০ কোটি ভ্যাকসিন শুনলে মনে হবে, দেশের ১০০ কোটি মানুষ বোধহয় দু'ডোজ ভ্যাকসিন পেয়ে গেছেন। বাস্তবটা একেবারেই তা নয়। ১৩৯ কোটির দেশে দু'ডোজ ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ২৯ কোটি মানুষ, যা জনসংখ্যার ২১ শতাংশ মাত্র। ২৪ থেকে ২৫ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এখনও প্রথম ডোজই পাননি। এর মধ্যে রয়েছেন ৬০ বছরের বেশি বয়সি প্রায় ৩ কোটি

দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন মাত্র ২১ শতাংশ

মানুষ। এ বছরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক সব মানুষকে টিকা দেওয়ার সরকারি অঙ্গীকারের ফানুস চুপসে যাচ্ছে বাস্তব হিসেব আর টিকাকরণের ধীরগতিতে। তা হলে ১০০ কোটি ভ্যাকসিনের প্রচার বিজেপির আর একটি জুমলা ছাড়া আর কী!

তা হলে কেন এই চটকদার প্রচার? করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গণচিতার মর্মান্তিক দৃশ্য, গঙ্গায় শত শত মৃতদেহ ভেসে যাওয়ার দৃশ্য মানুষ ভোলেনি এখনও। সামান্য অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করতে করতে অসংখ্য মানুষের অসহায় মৃত্যু দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার কঙ্কালটিকে

দুয়ের পাতায় দেখুন

লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে রেল রোকো থেকে এআইকেকেএমএস কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। ১৮ অক্টোবর

সাম্প্রদায়িক হানাহানি শোষিত মানুষের ঐক্য ধ্বংস করে

কমরেড প্রভাস ঘোষ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তিরা তাদের দ্বারাই সংঘটিত একটি ষড়যন্ত্রমূলক পূর্বপরিকল্পিত কাজের ফয়দা তুলে যেভাবে মন্দির ও প্রতিমা আক্রমণ করছে ও ভাঙচুর চালাচ্ছে তাতে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করে ১৮ অক্টোবর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন,

"এটা জানা কথা যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও দাঙ্গা শুধুমাত্র যে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি হানি করে তাই নয়, শোষিত মানুষের ঐক্য ধ্বংস করে, তাদের মধ্যে বিভাজন ঘটায়, জীবনের মূল সমস্যাগুলির থেকে তাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়, গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল আন্দোলনকে দুর্বল করে, শোষক শ্রেণি, শাসক দল এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের শক্তিশালী করে।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষই শুধু নয়, এমনকি ধর্মীয় চিন্তা সম্পন্ন সৎ মানুষরাও এই ধরনের ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন না।

খুবই আশার কথা, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই তাদের ঐক্য বজায় রাখতে এবং সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির এই ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ রুখে দিতে এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রকাশ্যেই বিরোধিতা করছেন।"

কয়লা সঙ্কটের অজুহাত বেসরকারি মালিকদের স্বার্থে

এ আই ইউ টি ইউ সি

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লার অভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী হঠাৎ যে শোরগোল তুলেছেন তাতে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৬ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যেখানে ২০ দিনের কয়লা মজুত থাকার কথা, সেখানে মাত্র ৪-৫ দিনের মতো কয়লা রয়েছে বলে মন্ত্রী যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাতে আমরা বিস্মিত।

তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতি শ্রেণি বর্তমানে কয়লা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সহ গোটা শক্তিক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রণে এনে তার ওপর আধিপত্য কায়েমের জন্য প্রতিযোগিতায় রত। তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আজ্ঞাবাহক হিসাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বেসরকারিকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

চারের পাতায় দেখুন

দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্তাদের শাস্তি দেবে কে

করোনা মহামারির বিপদ মাথায় নিয়েই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দুর্গাপূজার দিনগুলিতে এবং তার আগের কয়েকদিনের কেনাকাটায় যে লাগামছাড়া ভিড় কলকাতা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দেখা গিয়েছিল তার ফল ফলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই করোনা সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন।

প্রশ্ন হল, এমনটা যে হতে পারে তা কি জানা ছিল না? এ কথা ঠিক শারদোৎসবকে ঘিরে বাংলা জুড়ে মানুষের মধ্যে আবেগ কাজ করে। কিন্তু এই হুজুগের ভিড়ের সাথে শারদোৎসবের প্রকৃত আবেগ কি মানানসই? নাকি এই হিড়িক তোলা চলছে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক মুনাফার হিসাব কষেই! বেশ কয়েক বছর ধরেই কাজটা চলছে। কিন্তু এবারের অতিমারি পরিস্থিতিতে বিষয়টা যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই উদ্বিগ্ন হতে বাধ্য। সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় সরকারি নেতা-মন্ত্রী ও কর্তাব্যক্তিদের ভূমিকা। তাঁরা অতিমারির বিপদের কথা জেনেও জাঁকালো মণ্ডপ, আলোর কারসাজি ইত্যাদি হরেক রকম চমক দিয়ে দর্শক আকর্ষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। একই সাথে করপোরেট টিভি চ্যানেলের সঞ্চালকরা গম্ভীর মুখে করোনা সচেতনতা প্রচারের সাথে এক নিঃশ্বাসেই 'পুজো প্রতিযোগিতা'র হিড়িক তুলতে কম সচেষ্ট হননি। রাজ্য প্রশাসন মুখে কিছু সতর্কতার বাণী শুনিয়েছে, হাইকোর্ট মণ্ডপে ঢোকা নিয়ে কিছু নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সেই বাণী কিংবা নির্দেশ কার্যকরি করার দায় বা দায়িত্ব কার সরকারি কর্তাদের আচরণ দেখে তা বোঝার সাধ্য কারও ছিল না।

রাজ্যের দমকলমন্ত্রী নিজেই দমকলের সমস্ত নিয়ম কানুন আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর পুজোর মণ্ডপকে আকাশছোঁয়া বানিয়েছেন। তাঁর আলোর চমকে বিমান পরিষেবা পর্যন্ত থমকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই মণ্ডপের প্রচার যা ছিল, তাতে ভিড় না হওয়াটাই আশ্চর্যের। ভিড়ের চাপে অনেকে আহতও হয়েছেন, ভিআইপি রোডের মতো ব্যস্ত রাস্তা পুরোপরি স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের প্রশাসনিক ও পুলিশকর্তারা তাতে বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাননি বোধহয়! কলকাতা সহ নানা জেলায় যে ক'টি পুজো প্যান্ডেলে এমন চমক এবং ভিড়ের জোয়ার দেখা গেছে তার বেশিরভাগের সাথে জড়িয়ে আছে শাসকদলের কোনও না কোনও নেতা-মন্ত্রীর নাম। মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য প্রশাসনের প্রধান কর্তারা বিধি ভাঙার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছেন বলেও শোনা যায়নি। অথচ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে বারবার কোভিড বিধি মেনে চলার কথা প্রচার করা হয়েছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

শাস্তি দেবে কে

একের পাতার পর

লোকাল ট্রেন বন্ধ, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যাবে না বলে সরকার একাধিকবার জানিয়েছে। তা হলে এমন ভিড়ের হিড়িকে মানুষকে মাতানোর পরিকল্পনা যে ক্ষমতাশালীরা করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কেন সরকার মহামারি আইনে আজও অভিযোগ দায়ের করল না? কোভিড সংক্রমণ ভয়ঙ্কর আকার নিতে পারে— বিশেষজ্ঞরা বারবার এই হুঁশিয়ারি দিলেও সরকার ও পুলিশ প্রশাসন এ জিনিস করতে দিল কী করে? আসন্ন কালীপুজোর জন্যও বিশাল সমারোহ এবং রাস্তা জোড়া মণ্ডপের জন্য শাসকদলের নেতাদের মদতে মাসাধিককাল কলকাতার বেশ কয়েকটি রাস্তা প্রায় বন্ধই থাকবে, এটাই মানুষকে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তা হলে এটাই কি বোঝায় না যে, রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে নেতা-মন্ত্রীদের কোনও রকম মাথাব্যথা নেই?

শারদোৎসব ঘিরে বাংলার মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বাড়তি মুনাফার জন্য একচেটিয়া পুঁজির মালিকানায় চলা কর্পোরেট হাউসগুলি বেশ কিছু বছর ধরেই ঝাঁপিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয় ভোট রাজনীতির হিসাব। টাকা, মদ, ফূর্তির উপকরণ জুগিয়ে কত বেশি যুবককে নিজেদের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ধরে রাখা যায় তার চেষ্টা। কিন্তু সেটা বাড়তে বাড়তে যে উৎকট চেহারা নিয়েছে তা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও মানুষ এমনকি প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মানুষকেও পীড়া না দিয়ে পারে না। এই ব্যবসা ও ভোট রাজনীতির জন্য টাকা জোগাড়ের উদ্দেশ্যে কর্পোরেট কর্তা, বৃহৎ ব্যবসায়ী, প্রমোটারদের খুশি করে তাদের টাকায় পকেট ভরাতে ক্ষমতাশালীদের প্রতিযোগিতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। যত বেশি চমক, তত স্পনশরশিপ, তত বেশি টাকা। জমকালো মণ্ডপ, আলোর কারসাজি, ইত্যাদি নানা চমকে যত বেশি উগ্রতা— তত চোখে পড়ার সম্ভাবনা। এই কৃত্রিম উগ্র প্রসাধনে উৎসবকে সাজাতে গিয়ে গ্রামগঞ্জে পর্যন্ত শারাদোৎসবের নির্মল আনন্দটাই প্রায় শেষ করে দিয়েছে নানা স্তরের ক্ষমতাশালী মাতব্বরেরা। সামান্য কিছু এলাকার পুজো ছাড়া সার্বজনীন পুজোগুলিতে সর্বজনের অংশগ্রহণের বিষয়টাই চলে গেছে পিছনে। এর মধ্যে কোথাও কোনও ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার পর্যন্ত মাঠে নেমেছে।

সমস্ত পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা সরকারি কোষাগার থেকে অনুদান পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উৎসাহে বিসর্জনের কার্নিভাল হয়েছে একাধিকবার। সেটার লক্ষ্য একদিকে যেমন বড় পুজো কমিটিগুলিকে পরের বছরের স্পনশর ধরার ব্যবস্থা করে দেওয়া, তার সাথে আছে বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচারের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে একটু নরম হিন্দুত্বের মুখ হয়ে ভোটের বাজারে ফয়দা কুড়ানোর চেষ্টা। এখন তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে গণেশ পুজো নিয়েও দ্বৈরথ চলছে, কে বেশি ভক্ত প্রমাণ করতে। বাংলায় যে সব পুজোর চল কোনও দিন ছিল না তার পিছনেও দুই দলের নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকার থলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ জন্যই। কংগ্রেস তো বটেই সিপিএম-এর মতো বামপন্থী দলও যখন ক্ষমতায় থেকেছে বা আজও যেখানে তাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তা ধরে রাখতে মানুষকে মাতানোর জন্য এই পথই নিয়েছে। এর ফলে যে হিন্দু মুসলিম সব ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তির বেড়ে ওঠার জমি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হচ্ছে তার দিকে ভোটবাজ নেতাদের লক্ষ নেই। সব মিলিয়ে উৎসব তার আনন্দের প্রকৃত রূপ হারিয়ে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের কাছে একপ্রকার যন্ত্রণা বয়ে আনছে।

এই পরিস্থিতিতে অন্তত প্রশাসক হিসাবে কর্তব্য পালনের জন্য রাজ্য সরকার তার নিজের আইনভাঙা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে উদাহরণ তৈরি করুক। উৎসব প্রকৃত আনন্দের মিলনক্ষেত্র হবে, এটুকু চাওয়াও কি নাগরিকের পক্ষে আজ অনেক বেশি? উত্তরটা সরকারকেই দিতে হবে।

কয়লা সঙ্কটের অজুহাত

একের পাতার পর

নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে 'কয়লায় আত্মনির্ভরতা'-র নামে কয়লা খনিগুলির বেসরকারিকরণ করেছিল এবং 'ক্যাপটিভ' খনিগুলি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছিল। অভিজ্ঞতা বলছে, কয়লা ক্ষেত্রের সামনের সারির শিল্পপতিরা ক্যাপটিভ খনিগুলি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগে রাজি নয়। ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম থেকে তারা কয়লা আমদানি করছে এবং তার দাম বেশি করে দেখিয়ে সাধারণ মানুষের টাকা লুট করছে। ইতিমধ্যে কৃত্রিম সংকটের সুযোগ নিয়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর দাবিতে টাটারা গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে গুজরাটে তাদের ৪০০০ মেগাওয়াটের মুন্দ্রা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ করে রেখেছে।

কমরেড দাশগুপ্ত আরও বলেন, বাড়তি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন বাড়ানোর বদলে দেশের সর্ববৃহৎ কয়লা উৎপাদক সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ২০১৭-১৮ সাল থেকে তাদের উৎপাদন প্রায় ১ কোটি টন কমিয়ে দিয়েছে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিজেপি সরকারের নির্দেশেই কোল ইন্ডিয়ার এই পদক্ষেপ। ২০১৬ সালে কোল ইন্ডিয়ার উদ্বৃত্ত ৫০ হাজার কোটি টাকায় সংস্থাটির সম্প্রসারণ, নতুন খনির ব্যবহার ইত্যাদি শুরু না করে বিজেপি সরকার তা কেন্দ্রীয় বাজেটের ঘাটতি মেটাতে ব্যবহার করছে এবং এর দ্বারা কোল ইন্ডিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে সংস্থাটির ভাবমূর্তি নষ্ট করে বেসরকারিকরণের দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে।

তিনি বলেন, এআইইউটিইউসি দৃঢ়ভাবে মনে করে, আমাদের দেশে কয়লাসঙ্কটের কোনও অস্তিত্ব নেই। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে সর্বাত্মক বেসরকারিকরণের জন্য এ হল একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ। এই অবস্থায় সংগঠনের দাবি— কয়লা ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাহার করুক, কোল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি মালিকদের প্রয়োজনমাফিক কয়লা উত্তোলনের নির্দেশ দিক এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে মাশুল বৃদ্ধির দাবিতে যে সব বেসরকারি মালিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর পূর্বতন সদস্য ও পাথরপ্রতিমা তথা সুন্দরবনের চাষি মজুরদের সংগ্রামের বিশিষ্ট জনপ্রিয় নেতা কমরেড ফণীভূষণ গুছাইত ৭ অক্টোবর দুরারোগ্য ক্যান্সারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব ছাড়াও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক-দরদি-আত্মীয়স্বজন-শুভানুধ্যায়ী গুণমুগ্ধ মানুষ তাঁর শেষযাত্রায় অংশ নেন।

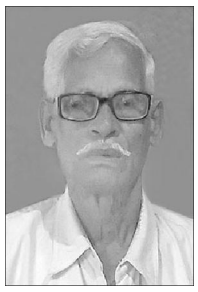

কমরেড ফণিবাবু ছিলেন পাথরপ্রতিমার এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পড়াশোনার সাথে খেলাধূলায় তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। স্কুলের পড়া শেষ করে পারিবারিক প্রত্যাশা মতো কলকাতায় গিয়ে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। তখন ওই কলেজে ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র মজবুত সংগঠন। আশুতোষ কলেজে কমরেড প্রভাস ঘোষ, ভবেশ গাঙ্গুলী ও অন্যান্য ছাত্রনেতাদের সান্নিধ্যে এসে তিনি ডিএসওতে যোগ দেন। কলেজ ইউনিয়নে ডিএসও জয়ী হয় এবং তিনি ইউনিয়নের পদাধিকারী হন। ডিএসও এই সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রতিবাদে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ক্ষিপ্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের দুর্নীতিকে চাপা দিতে আন্দোলনের নেতাদের অন্যতম স্বপন রায়চৌধুরী, সলিল চক্রবর্তী, ফণীভূষণ গুছাইত সহ সাত জনকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে। কমরেড গুছাইত কলেজে ডি এস ও করার সূত্রে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার সান্নিধ্যে আসেন। বাড়ি ফিরেই তিনি একক উদ্যোগে পাথরপ্রতিমায় পার্টি সংগঠন গড়ায় প্রয়াসী হন। ওখানে যান কমরেডস শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, প্রীতিশ চন্দ, প্রভাস ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরবর্তী সময়ে দলের নির্দেশ মেনেই তিনি কাকদ্বীপ কলেজে ভর্তি হন এবং ঠিক দু'বছরের মাথায় দলের প্রয়োজনে আবার এলাকায় ফিরে যান। এইসময় সারা সুন্দরবন জুড়ে দলের নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সেই সময় কমরেড রবীন মণ্ডল গুটিকয়েক কর্মীকে নিয়ে পাথরপ্রতিমায় চাষি আন্দোলন আরম্ভ করেন। এরই সূত্র ধরে কমরেড গুছাইত পূর্ণচন্দ্রপুর, দিগম্বরপুর, রায়পুর, দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর, কে প্লট, হেরম্ব গোপালপুর প্রভৃতি এলাকায় জোতদার গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চাষি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দুঃসাহসের সাথে নিজের জীবন বিপন্ন করে চাষিদের ঘরে চাষ করা ধান তুলতে ও খাস জমিতে গৃহহীনদের ঘর বসানোর কাজে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি শাসন ও জরুরি অবস্থার সময় বিরোধীদের দ্বারা তিনি বহুভাবে নিগৃহীত হন। এ ছাড়া সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চায় ক্লাব সংগঠন গড়ায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পাথর প্রতিমার সংহতি সংসদ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোকে নিয়ে মনীষী চর্চা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন যার মধ্যে বিদ্যাসাগর সুভাষচন্দ্র জয়ন্তী শরৎ নজরুল চর্চা ক্ষুদিরাম শহিদ দিবস পালন অন্যতম। আত্মসুখের আগল ভেঙে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে বুকে বহন করে কমরেড ইয়াকুব পৈলানের নেতৃত্বে নিজেকে তিনি সত্যিকারের একজন বিপ্লবী কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার আমৃত্যু কষ্টসাধ্য সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করেন। নিজের পরিবার থাকা সত্ত্বেও পাথরপ্রতিমার দলের অফিসটি ছিল তাঁর একটা বড় পরিবার। সর্বক্ষণ সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে তিনি ডুবে থাকতেন। কালক্রমে তাঁর শরীর ভেঙে যায়। একসময় ধরা পড়ে দুরারোগ্য ক্যান্সার। দল ও শুভার্থীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে কমরেড ফণিভূষণ গুছাইত ৭ অক্টোবর সকাল এগারোটা দশ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৮ অক্টোবর প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পাথরপ্রতিমা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাগৃহে কমরেড ফণীভূষণ গুছাইতের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য কর্মী-সমর্থক-দরদি-আত্মীয় স্বজন-শুভানুধ্যায়ী গুণমুগ্ধ মানুষজন প্রবল আবেগে ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সভাতে উপস্থিত হন। কমরেড ফণীবাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে কমরেড সৌরভ মুখার্জী, দলের পলিটবুরো সদস্য জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের পক্ষে কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও দলের পলিটবুরো সদস্য রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক শাসমল।

বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত পাত্র, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার আলি লস্কর এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কমরেড ফণীভূষণ গুছাইত লাল সেলাম

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব

প্রভাস ঘোষ

২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র দেশের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ইংরেজিতে একটি আলোচনা করেন যা অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়। ৫ আগস্ট মহান এঙ্গেলসের ১২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সেই ইংরেজি আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। এবার ষষ্ঠ পর্ব।

— সম্পাদক, গণদাবী

(৬)

প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা

১৮৭৩ সালে এঙ্গেলস মার্কসকে জানালেন যে, প্রকৃতি জগতে দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে তিনি একটা বড় লেখা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি ১৮৭৫-৭৬ সালে এই লেখাটির প্রাথমিক রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ, ঠিক তার পরেই অন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেখানে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে ড্যুরিং-এর সমালোচনা করার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছিল এবং 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' নিয়ে সংগৃহীত তথ্যগুলি এই লেখায় ব্যবহার করতে হয়েছিল। এর পরে, ১৮৮২ সালে তিনি মার্কসকে জানালেন, তাঁর আশা, খুব তাড়াতাড়িই তিনি 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' বিষয়ে লেখাটা শেষ করতে পারবেন। কিন্তু ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর পর 'পুঁজি' গ্রন্থের বাকি খণ্ডগুলি সম্পাদনা ও প্রকাশ করার জন্য এঙ্গেলস নিজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। এই কারণে 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' লেখার কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। তা সত্ত্বেও তখন এটি প্রকৃতি-জগৎ নিয়ে মার্কসবাদী ধারণা গড়ে তুলতে খুবই সাহায্য করেছিল। এই বইয়ের ভূমিকায় এঙ্গেলস রেনেসাঁর যুগ থেকে ডারউইনের সময় পর্যন্ত প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটা প্রজ্ঞাদীপ্ত রেখাচিত্র তুলে ধরেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিশাল অগ্রগতি— বিশেষ করে প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষ, শক্তির নিত্যতা ও রূপান্তরের নিয়ম এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবর্তন সম্পর্কিত ডারউইনের তত্ত্ব— এই তিনটি আবিষ্কারের সাহায্য নিয়ে এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তিটি উন্মোচিত করেন। তিনি দেখালেন যে, প্রকৃতিতে সবকিছুই ঘটে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্থান ও কালের নিরিখে অসীম, নিরবচ্ছিন্ন গতি ও পরিবর্তনের ধারায় চলমান এবং বস্তু ও গতি অবিনাশী— শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগত ভাবেও। তাঁর কিছু মূল্যবান পর্যবেক্ষণ এই বই থেকে তুলে ধরছি ঃ

"সমস্ত আধুনিকতর ইতিহাসের মতোই আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানেরও শুরু হয়েছে এই মহান যুগটি থেকে, যে যুগটিকে আমরা জার্মানরা নাম দিয়েছি, সেই সময় যে নিদারুণ দুর্দশা আমাদের ঘিরে ধরেছিল, তা থেকে 'উন্নতিসাধন' বা 'রিফরমেশন', ফরাসিরা যাকে বলে থাকে 'রেনেসাঁ' এবং ইতালিয়রা বলে 'চিনকুইসেন্টো'— যদিও এই নামগুলির কোনওটির দ্বারা এই যুগের তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। এই যুগের উদ্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। শহরের সম্পদশালী নাগরিক (বার্গার)-দের সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজশক্তি ধ্বংস করল সামন্ত-অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে এবং প্রতিষ্ঠা করল মূলত জাতিসত্তা ভিত্তিক বড় বড় রাজতন্ত্র, তাদের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলির এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ ঘটেছে।"

"মানবজাতির এযাবৎকালের অভিজ্ঞতায় এ হল মহত্তম প্রগতিশীল বিপ্লব। এ এক সময় যা দাবি করেছিল মহামনীষার এবং মননক্ষমতা, আবেগ ও চরিত্রে, বিশ্বজনীনতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টি করেছিল মহামনীষীদের। এই যে মানুষেরা বুর্জোয়া শ্রেণির আধুনিক শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তাঁদের একেবারেই বুর্জোয়াসুলভ সীমাবদ্ধতা ছিল না। বরং সেই যুগের দুঃসাহসিক চরিত্রই তাঁদের কম-বেশি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের মধ্যে এমন কেউই প্রায় ছিলেন না যিনি ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেননি, যাঁর চার-পাঁচটা ভাষার উপর দখল ছিল না, যিনি একাধিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাননি।"

তিনি আরও বলেছেন, "কিন্তু তাঁদের যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তা এই যে, তাঁদের প্রায় সকলেই সমসাময়িক জীবনস্রোতের গভীরে, ব্যবহারিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাঁদের জীবন ও কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা পক্ষ অবলম্বন করেছেন, লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন — কেউ বক্তৃতা ও লেখার দ্বারা, কেউ তরবারি হাতে, অনেকেই দু'ভাবেই। এ থেকেই এসেছে তাঁদের চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও শক্তিমত্তা, যা তাঁদের সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলেছে।"

বিজ্ঞানকে ধর্ম ও চার্চ থেকে মুক্ত করা এবং সেই সময়ে তার অবিশ্বাস্য অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— "ধর্মতত্ত্বের হাত থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মুক্তিসাধন সেই সময় থেকেই শুরু হয়, যদিও বিশেষ বিশেষ পারস্পরিক দাবিতে তর্কাতর্কি করে জয়লাভ আমাদের সময়কাল পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে এবং কারও কারও মনে এখনও সে সবের নিষ্পত্তি হয়নি।"

"গতির ধ্বংস নেই— এই নীতিটি আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানকে নিতে হয়েছে দর্শন থেকে, এই নীতিকে বাদ দিলে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অস্তিত্বই আর থাকে না। কিন্তু বস্তুর গতি শুধুমাত্র স্থূল যান্ত্রিক গতিই নয়, শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তনের গতিই নয়; উত্তাপ, আলো, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তি, রাসায়নিক সংযোজন ও বিয়োজন, জীবন ও সবশেষে চেতনা— এ সবই বস্তুর গতি।"

"গতির অবিনশ্বরতাকে শুধুমাত্র পরিমাণগতভাবে নয়, গুণগতভাবেও বুঝতে হবে। বস্তুর নিছক যান্ত্রিক স্থান পরিবর্তনের মধ্যে, অনুকূল অবস্থা পেলে বাস্তবিক পক্ষেই থাকে তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও জীবনে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা...।" আদি-অন্তহীন অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং যা তৎকালীন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত অবিভাজ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত নয়, সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থান ও কালের নিরিখে অসীম। এটা নিরবচ্ছিন্ন গতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় থাকে। ... বস্তু ও গতি ধ্বংস করা যায় না, ...।" সেই সময়, বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, পরমাণু হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কণা এবং তা খণ্ডন করে এঙ্গেলস নিরীক্ষণ করলেন, "পরমাণুকে কোনওভাবেই সরল বা সাধারণভাবে পদার্থের জানা ক্ষুদ্রতম কণা মনে করা যায় না।" পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, পরমাণু বিভাজ্য যা এঙ্গেলসের নিরীক্ষণকেই সঠিক প্রমাণ করেছে।

বানর থেকে মানুষে উত্তরণে শ্রমের ভূমিকা

এই প্রজ্ঞাদীপ্ত লেখাটিতে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, কত শত সহস্র বছর আগে খুবই উন্নত একটি মানবাকৃতির বানর প্রজাতি, যারা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের কোথাও বসবাস করত, বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তারা মানুষে রূপান্তরিত হল। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে শ্রমের ভূমিকা এখানে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এঙ্গেলসের মূল্যবান এই অবদান থেকে আমরা আরও বহু কিছুই জানতে পারি। আমি এখন তাঁর এই লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাব। "সমস্ত সম্পদের উৎস হল শ্রম — অর্থতত্ত্ববিদরা এই কথাই বলেন। যে প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া উপাদানকে শ্রম রূপান্তরিত করে সম্পদে, সেই প্রকৃতির পরেই শ্রমের স্থান। কিন্তু শুধু এই নয়, এর চাইতেও তার গুরুত্ব অপরিসীমভাবেই বেশি। সমস্ত মানবিক অস্তিত্বের প্রাথমিক মূলগত শর্ত হল শ্রম এবং তা এতটা পরিমাণে যে একদিক থেকে বলতে হবে, স্বয়ং মানুষই হল শ্রমের সৃষ্টি।"

"অনুমান করা যায়, তাদের যে জীবনধারায় গাছে ওঠা-নামার ব্যাপারে হাতের কাজ ছিল পা থেকে ভিন্ন, তারই প্রত্যক্ষ পরিণাম হিসাবে ভূমির উপর দিয়ে হাঁটাচলার সময় তারা হাতের সাহায্য নেবার অভ্যাস থেকে ক্রমে নিজেদের মুক্ত করতে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি আয়ত্ত করতে শুরু করল। এই হল বানর থেকে মানুষে উত্তরণে চূড়ান্ত পদক্ষেপ।"

"কিন্তু তারই মধ্যে চূড়ান্ত পদক্ষেপটা নেওয়া হয়ে গিয়েছিল ঃ হাত হল মুক্ত, তখন থেকে তা অর্জন করে যেতে পারল ক্রমেই বেশি বেশি নৈপুণ্য ও কৌশল এবং এইভাবে অর্জিত উন্নততর নমনীয়তা সঞ্চারিত হল বংশপরম্পরায়, বৃদ্ধি পেল পুরুষানুক্রমে।

তাই হাত শুধু শ্রমের অঙ্গ নয়, শ্রমের সৃষ্টিও। কেবলমাত্র শ্রম, নিত্যনতুন কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজন, এইভাবে অর্জিত পেশী, রগ এবং দীর্ঘতর কালক্রমে হাড়েরও বিশেষ বিকাশের উত্তরাধিকার, এবং জটিল থেকে জটিলতর নতুন নতুন কর্মপ্রক্রিয়ায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই নৈপুণ্য প্রয়োগের ফলেই মানুষের হাত হয়েছে এত উচ্চ মাত্রায় নিখুঁত যে, সে যেন মায়াজালে সৃষ্টি করতে পেরেছে রাফায়েলের চিত্রকলা, তুরভাল্‌দসনের ভাস্কর্য আর পাগানিনির সঙ্গীত।

কিন্তু হাত শুধু নিজে নিজেই বেঁচে থাকেনি। অত্যন্ত জটিল এক সমগ্র জীবনসত্তার একটি মাত্র অঙ্গ হল এই হাত। যা কিছু হাতের উপকারে এসেছে তা, সেই হাত যার সেবা করে, সেই সমগ্র দেহেরও উপকারে এসেছে। আর তা হয়েছে দু'ভাবে।

প্রথমত ডারউইন কথিত বিকাশের পরস্পর-সম্পর্কের নিয়ম অনুযায়ী। এই নিয়ম অনুসারে জীবদেহের পৃথক পৃথক অংশের বিশেষ বিশেষ আকৃতির সঙ্গে সর্বদাই অন্যান্য অংশের কতকগুলি আকৃতির নিবিড় সম্পর্ক থাকে— বাহ্যত এই দুইয়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও।" "হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপরে যে প্রভুত্ব শুরু হল, তা প্রতিটি নতুন অগ্রগতিতেই মানুষের দিগন্ত রেখাকে প্রসারিত করে দিল। প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের নতুন নতুন অজ্ঞাতপূর্ব গুণাগুণ মানুষ ক্রমাগত আবিষ্কার করে চলল। অপর পক্ষে, পারস্পরিক সহায়তা ও যৌথ কর্মোদ্যমের দৃষ্টান্ত ক্রমাগত বাড়িয়ে, এবং প্রত্যেকের কাছে এই যৌথ কর্মোদ্যমের সুবিধা তুলে ধরে শ্রমের বিকাশ অনিবার্য ভাবেই সমাজের সদস্যদের নিবিড়তর বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, গড়ে উঠবার পথে মানুষ এমন একটি পর্যায়ে এল, যখন পরস্পরকে কিছু বলার প্রয়োজন তাদের হল। এই প্রেরণা তার নিজস্ব অঙ্গ সৃষ্টি করল, স্বরের দোলন দ্বারা ক্রমাগত উন্নততর স্বরগ্রাম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বানরের অপরিণত কণ্ঠনালী ধীর অথচ স্থির গতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে মুখের প্রত্যঙ্গগুলি একটার পর একটা স্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ করতে শিখল।"

এই সমস্ত আলোচনার পর, তিনি দেখালেন কীভাবে এপ-মানুষের মস্তিষ্ক আরও উন্নত, আরও নিখুঁত, আরও বৃহৎ হয়ে মানুষের মস্তিষ্কে উন্নীত হল। "প্রথমত শ্রম, তারপর ও তার সঙ্গে বাকশক্তি — এই দু'টি হল প্রধানতম প্রেরণা যার প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হল। সমস্ত রকমের সাদৃশ্য থাকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভাটপাড়ায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

সারা বাংলা বিদ্যাসাগর দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির 'ব্যারাকপুর মহকুমা শাখা'র উদ্যোগে উত্তর চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়া হাইস্কুলের সামনে ৩ অক্টোবর ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিপুল সংখ্যক দর্শকমণ্ডলীর সামনে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষক আন্দোলনের সুপরিচিত নেতা রতন লস্কর। উপস্থিত ছিলেন ভাটপাড়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুব্রত সরকার এবং ভাটপাড়া পৌরসভার কাউন্সিলার মদনমোহন ঘোষ। প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্গত 'আগরপাড়া অগ্নিবীণা', ভাটপাড়ার 'সাগ্নিক', 'মুক্ত আকাশ' প্রভৃতি মহকুমার কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে।

মদের বিরুদ্ধে মহিলাদের পথ অবরোধ তমলুকে

মানুষকে কাজ না দিয়ে মদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে ৪ অক্টোবর তমলুক মানিকতলা মোড়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের শতাধিক কর্মী-সমর্থক। বিকাল তিনটা থেকে মিছিল করে তাঁরা মানিকতলা মোড় অবরোধ করেন এবং মদের সার্কুলার পোড়ান।

টিকার হিসাব

একের পাতার পর

বেআব্রু করে দিয়েছিল। অথচ এর দায় কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেউই নিতে চাননি। মানুষ যখন মরছে, তখন মোমবাতি জ্বালানোর, থালা বাজানোর, হাততালি দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন যিনি, তিনি এর দায় এড়াবেন কোন যুক্তিতে! করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের যা করার প্রয়োজন ছিল, তা করার জন্য সংক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের পরে যথেষ্ট সময় পেলেও সরকার তার যথাযথ ব্যবহার করেনি।

পরিবর্তে একের পর এক বিভ্রান্তিকর বাণী দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। একটা পরিপূর্ণ ভ্যাকসিন নীতিও ঘোষণা করতে পারেনি সরকার। এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে জনমনে প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। আসলে সেই ব্যর্থতার দায় ঢেকে ফেলতেই মিথ্যার রাংতায় মুড়ে ১০০ কোটি ভ্যাকসিনের এই ঝলমলে প্রচারের আয়োজন। দেশের সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধির চাপে জেরবার। রান্নার গ্যাস ১০০০ টাকা ছুঁই ছুঁই, পেট্রল-ডিজেল ১০০ পার, ভোজ্য তেল ২০০ টাকা, ওষুধ থেকে সবজি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাগামছাড়া। অন্য দিকে কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার। এই পরিস্থিতিতে ১০০ কোটি ভ্যাকসিনের প্রচারের জৌলুস, জীবন যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের সামনে নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কী হতে পারে!

এ এক প্রচারসর্বস্ব সরকার। সরকারের কার্যকলাপ দেশের মানুষ সমর্থন করছে না, এই ভয় থেকেই প্রচারের জৌলুসে মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে চায় সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা। যেখানে প্রয়োজন ছিল যত দ্রুত সম্ভব সকলকে ভ্যাকসিন দেওয়া, সেখানে মোদির জন্মদিনকে 'স্মরণীয়' করে রাখতে কিছুদিন ভ্যাকসিন সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে ওই দিন ১ কোটি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এ কোন সভ্য সমাজ! রাজতন্ত্রের যুগে রাজার জন্মদিন কিংবা জমিদারের বিড়ালের বিয়ে মহা আড়ম্বরে হত। আজ করোনা অতিমারির এই দুঃসহ আকালে এ কোন রাজার বিলাসিতা!

বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা প্রচার করছেন, বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিচ্ছে সরকার। সত্যি কি তাই? বিগত ৪৫ দিনে ২২ বার পেট্রলের দাম বেড়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা যাচ্ছে সরকারি কোষাগারে। দাম কমানোর দাবি উঠলে, নির্লজ্জতার মাথা খেয়ে সরকারের তোষামোদকারীরা বলছে, দাম কমালে চলবে কেন, সেই টাকাতেই তো ভ্যাকসিন। তা হলে বিনামূল্যে কোথায়? জনগণের টাকা নিয়েই তো ভ্যাকসিন! অথচ বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রচার চলছে। তা ছাড়া, করোনা মোকাবিলার গাজর ঝুলিয়েই তো পিএম কেয়ার্স ফান্ড খোলা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারীদের এক দিনের মাইনে থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা এই ফান্ডে ঢালতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই ফান্ড থেকে কেন টিকা দেওয়া হচ্ছে না? কেন তেলের ট্যাক্সের ওজর তুলতে হচ্ছে? আসলে দেশের মানুষের থেকে সত্য গোপন করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত তাঁদের অজস্র মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভ্যাকসিন বিক্রির নিদান দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্পূর্ণ দাম দিয়েই সেখানে কিনতে হচ্ছে ভ্যাকসিন। রাত জেগে লাইন দিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার ধকল নিতে না পেরে অনেকেই বাধ্য হয়েছেন বেসরকারি কেন্দ্রে ভ্যাকসিন নিতে। সরকারের ১০০ কোটির মধ্যে এরাও যুক্ত আছে, সে সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বিশ্বের আর কোনও দেশে ভ্যাকসিনের শংসাপত্রে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির ছবি নেই। আমাদের দেশে আছে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের দরবারে ভারতকে ঠাট্টার বিষয় করে তুলেছেন। শংসাপত্রে ছবি, জন্মদিনে ১ কোটি ভ্যাকসিন, ১০০ কোটি ভ্যাকসিনের তথাকথিত সাফল্য যদি নরেন্দ্র মোদির হয়, তাহলে করোনার কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর দায়ও নরেন্দ্র মোদিকেই নিতে হবে।

ধর্ষক ও খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মেখলিগঞ্জে মিছিল

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের উচলপুকুরী অঞ্চলের দেউতির হাট এলাকায় গত জুন মাসে ১৬ বছরের একটি মূক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ঘটনার পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার হয়নি। অবিলম্বে এই হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ৮ অক্টোবর মেখলিগঞ্জ থানায় স্মারকলিপি প্রদান এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির মেখলিগঞ্জ শাখা।

অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। একই দাবিতে পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং মেখলিগঞ্জ শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নিহত নাবালিকার পরিজনরা উপস্থিত ছিলেন।

বন্যার্তদের পথ অবরোধ এগরায়

পূর্ব মেদিনীপুরের দুবদা বেসিন এলাকায় দীর্ঘদিন খালগুলি সংস্কার না হওয়ার ফলে কয়েকদিনের অতিবর্ষণে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ একর কৃষিজমি ধান, পান, মাছের পুকুর, সবজি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েগেছে। হাজার হাজার মাটির বাড়ি ধ্বংস হয়েগেছে। এলাকার পাঁচ শতাধিক বন্যার্ত মানুষ অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে ৮ অক্টোবর এগরা ১ নম্বর ব্লক অফিসের সামনে এগরা-সোলপাট্টা রাস্তা অবরোধ করেন। বিডিও দেখা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এর পরে বিডিও অফিস চত্বরে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান চলতে থাকে। পরে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বাজকুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ

২৫ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুর বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির ডাকে দীঘা-নন্দকুমার জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুঃস্থ শিশু-কিশোরদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

৮ অক্টোবর কলকাতার বোম্বাই বাগান মোড়ে ডিএসও, ডিওয়াইও এবং এমএসএসের সরশুনা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মহান মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর ও শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে দুঃস্থ শিশু-কিশোরদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। শিশু-কিশোরদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন ডিএসও-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শ্রীমা পণ্ডা, ডিওয়াইও-র জেলা সভাপতি কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস, এমএসএসের জেলা সম্পাদক কমরেড অনন্যা নাইয়া ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কবিতা মান্না।

শিলচরে যুব সম্মেলন

আসামের শিলচরে পেনশনার্স ভবনে ২৩ অক্টোবর এআইডিওয়াই-র দ্বিতীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জন কুমার চন্দ। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিজিত কুমার সিনহা। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র আসাম রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য তথা কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী। সম্মেলনে সাম্প্রদায়িকতা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলন থেকে অঞ্জন কুমার চন্দকে সভাপতি, গৌতম নন্দী ও পরিতোষ ভট্টাচার্যকে সহ-সভাপতি এবং বিজিত কুমার সিনহাকে সম্পাদক করে ২০ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ চাঁচলে

পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় নয়া কৃষিআইন, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতির মধ্য দিয়ে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার বিরুদ্ধে ৭ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে মালদার চাঁচলে বিক্ষোভ মিছিল ও সভার পর এসডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলায় নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তোলা হয়। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরে ৮ কৃষকের হত্যাকারী বিজেপি নেতাদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

ক্ষতিপূরণের দাবি পরিচারিকাদের

অতিবর্ষণ ও বন্যায় এ রাজ্যের বহু এলাকার মতো খড়্গপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড

এবং গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার অনেক কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নানা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এলাকাবাসী। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা। এলাকার পরিচারিকারা এই পরিস্থিতিতে গভীর সমস্যায় পড়েছেন। এঁদের ক্ষতিপূরণের আর্জি নিয়ে ৫ অক্টোবর সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে দুই শতাধিক পরিচারিকা মিছিল করে এসডিও অফিসে যান এবং দাবিপত্র পেশ করেন। মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে দাবিগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়।

সমিতির জেলা সম্পাদিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী জানান যে দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণ না হলে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন। রাজস্ব আদায়ের নামে মদের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর প্রতিবাদে ও পরিচারিকাদের নানা পেশাগত দাবিতে ৩০ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির এগরা শাখার উদ্যোগে দুই শতাধিক পরিচারিকা এগরা থানা ও আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং পথঅবরোধ কর্মসূচিতে সামিল হন।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের বিক্ষোভ

কালিম্পং ঃ ৮ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৩ শতাধিক আশাকর্মী মিছিল করে কালিম্পং জেলা সিএমওএইচ-এর কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও ৮ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ কমরেড জয় লোধ। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য নমিতা চক্রবর্তী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হাওড়া ঃ আশাকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোভিড প্রতিরোধে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, এমনকি বন্যাদুর্গত এলাকায় এক-বুক জল পেরিয়ে পোলিও খাওয়ানোর মতো কাজগুলি করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেও পশ্চিমবঙ্গের আশাকর্মীরা তিন-চার মাসের উৎসাহ ভাতা পাননি। হাওড়া জেলার শ্যামপুর ব্লকের আশাকর্মীরা দীর্ঘ সাত মাসের বকেয়া উৎসাহ ভাতার দাবিতে ৩০ সেপ্টেম্বর বিএমওএইচ-এর কাছে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন। পরে তাঁরা কমলপুর বাজারেও বিক্ষোভ দেখান।

সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হামলায় দায়ীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করো

বাংলাদেশের বাম-গণতান্ত্রিক জোট

কুমিল্লা সহ অন্যান্য পূজা মণ্ডপে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলা-ভাঙচুরের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৪ অক্টোবর ঢাকার পল্টন মোড়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল জিপিও, গুলিস্তান সহ রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কুমিল্লায় কথিত কোরানের অবমাননা করার অজুহাতে পূজা মণ্ডপে হামলা করা হয়েছে। এ ঘটনার জেরে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে তৌহিদী জনতার নামে মিছিল করে মণ্ডপে হামলা, ভাঙচুর ও সেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, হাতিয়ায় এবং বাঁশখালী সহ সারা দেশেই এবং আজও বান্দরবান সহ বিভিন্ন স্থানে হামলার ঘটনা ঘটেছে যা পূর্ব পরিকল্পিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব ধর্মের ও জাতির মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে ছেদ ঘটিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বর্তমান সরকার সহ স্বাধীনতা-উত্তর গত ৫০ বছরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সকল সরকারই ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আপস আঁতাত করে ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে বিসর্জন দিয়েছে। মূলনীতিকে লঙ্ঘন করে সংবিধানের মাথায় বিসমিল্লাহ বসিয়েছে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে, ৩২ অনুচ্ছেদ উপড়ে ফেলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দিয়েছে, হেফাজতের দাবি মেনে দাওয়ারে হাদিসকে মাস্টার্স-এর সমমর্যাদা প্রদান করেছে, পাঠ্যপুস্তকে প্রগতিশীল লেখকদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কারখানা তৈরি না করে ৪৬০ উপজেলায় মডেল মসজিদ বানিয়েছে, ব্যাঙের ছাতার মতো মাদ্রাসা তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। এভাবে একের পর এক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশ শাসন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির দেশে পরিণত করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ফেসবুকে ও নানা মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে ধর্মীয় ও জাতিগত নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদের দলীয় লোকজনই প্রধানত এসব সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িত ও নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। বর্তমানেও বিভিন্ন স্থানে আওয়ামি লিগের নেতৃবৃন্দ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে যার কোনওটিরই বিচার হয়নি। ফলে শাসকদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়েই দেশে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটছে। বর্তমান সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জান-মাল রক্ষা ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কুমিল্লা-হাজিগঞ্জের ঘটনা তার সর্বশেষ প্রমাণ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান সহ উপমহাদেশে অতীতে ও বর্তমানে শাসকশ্রেণি তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে চলেছে। ভারতের ত্রিপুরা ও আসামে সামনে নির্বাচন, ফলে এখানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিলে ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপিরও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সুবিধা হবে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি এবং বাংলাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জামাত-হেফাজত গোষ্ঠী পরস্পর পরস্পরের সহযোগী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান ভোট ডাকাতির সরকার দেশ শাসনে চরম ব্যর্থ হয়ে দেশে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। দুর্নীতি, লুটপাট মহামারী রূপ ধারণ করেছে। দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া। সরকার এসব নিয়ন্ত্রণ না করে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। গণতন্ত্রহীনতাই দেশে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দুর্নীতি, দুঃশাসন, লুটপাট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, গণতন্ত্রহীনতায় জনগণ যখন সরকারের উপর চরমভাবে ক্ষুব্ধ তখন জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর জন্য শাসক গোষ্ঠীও সাম্প্রদায়িকতা সহ নানা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত অতীতে করেছে বর্তমানেও করছে বলে দেশবাসীর সন্দেহ রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ কুমিল্লা সহ সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার-বিচারের দাবি জানান। একই সাথে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও শাসকশ্রেণির সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ ও গণতন্ত্র-ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল-ব্যক্তি-গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

সঠিক রাজনীতি চিনতে চাইছে মানুষ, স্পষ্ট শারদীয় বুকস্টলে

এবারও শারদীয় উৎসব কাটল করোনা সংক্রমণের আশঙ্কার মধ্যেই। স্বাভাবিক ভাবেই দলের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্য জুড়ে শত শত বুক স্টল হলেও সরাসরি জনগণের মুখোমুখি হয়ে বই বিক্রি করা যায়নি। তা সত্ত্বেও দলের কর্মীদের আহ্বানে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ যে ভাবে এগিয়ে এসে স্টল থেকে বই সংগ্রহ করেছেন তা খুবই অনুপ্রেরণার। দক্ষিণপন্থী শাসক দলগুলির নীতিহীন এবং ভ্রষ্টাচারী রাজনীতি এবং একদা শাসক বামপন্থীদের প্রতিবাদ-আন্দোলন সম্পর্কে অনীহায় যখন সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ তখন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ পুস্তক সম্পর্কে আগ্রহ দল সম্পর্কে তাঁদের গভীর প্রত্যাশারই পরিচয় দেয়।

ভারতের নবজাগরণের মনীষীদের এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের সম্পর্কে দলের মূল্যায়ন সংক্রান্ত পুস্তকগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বরাবরের যে আগ্রহ এবারও তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা গেছে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, ভগৎ সিং, মাস্টারদা প্রমুখের জীবনসংগ্রাম ও মূল্যায়ন সংবলিত পুস্তকগুলির পাশাপাশি পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও বিশ্লেষণ সম্পর্কিত পুস্তকগুলির প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখা গেছে। দলের প্রতিষ্ঠাতা মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন ভারতের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল', 'মার্কসবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে', 'ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য', 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে', 'শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য' প্রভৃতি বইগুলি অনেকেই বেছে নিয়েছেন। একই সাথে দেখা গেল দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ সংবলিত পুস্তক, 'শরৎসাহিত্য পাঠের প্রাসঙ্গিকতা' এবং মার্কস ও স্ট্যালিনের জীবন-সংগ্রাম ও পথনির্দেশিকা সংক্রান্ত বইগুলি ও গত ৫ আগস্ট বর্তমান পরিস্থিতির উপর যে বিশ্লেষণ তিনি উপস্থিত করেছেন সেই বইটিরও চাহিদা ছিল যথেষ্ট।

ধর্মীয় চিন্তা আজ পথ দেখাতে পারে না। আজ চাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চেতনা। এ বিষয়ে বই চেয়ে নিয়েছেন ছাত্রযুবরা। উগ্র জাতীয়তাবাদ যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে সে বিষয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনা সংবলিত বইটির প্রতি খুবই আগ্রহ দেখা গেছে। প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর ও দিল্লির চলমান কৃষক আন্দোলন সংক্রান্ত বই দুটি কিনেছেন বহু মানুষ।

সর্বত্রই স্টলে পথচলতি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বামপন্থী মানুষদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। বসে যাওয়া সিপিএম কর্মীরা এসে পরিচয় দিয়েই বই নিয়েছেন। ফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন। এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতি এঁদের সকলেরই আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। জেলায় জেলায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অন্য বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনের সমর্থকরা বই নিয়েছেন। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, কলকাতার বড়বাজার এলাকায় হিন্দিভাষী বামপন্থী অনেক মানুষ বই নিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

একদা-শাসক বামপন্থী কর্মীদের মধ্যে যথার্থই বামপন্থী অংশটি এস ইউ সি আই (সি)-কে দুই হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কলকাতায় লর্ডস বেকারি মোড়ে কর্মীরা ভ্রাম্যমাণ বুক স্টল থেকে বই নেওয়ার অনুরোধ করছিলেন। বামপন্থী একটি দলের একসময়ের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক লাল সেলাম জানিয়ে বললেন, আপনারা আছেন বলে আজও বামপন্থা আছে। আপনারা চালিয়ে যান। সঙ্গে কমসোমলের এক ছোট্ট কর্মী ছিলেন। ভদ্রলোক তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের সঙ্গে বাচ্চাটিও সমানে আছে। এমন করেই বর্তমান প্রজন্মকে তৈরি করুন। আমাদের সমস্ত সমর্থন-ভালবাসা রইলো। ঠিক ৫০ গজ দূরে ছিল তাঁর দলের স্টল।

একটি বামপন্থী দলের বেশ কিছু ছাত্র-যুব কর্মী তাঁদের দল সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করে বইপত্র নিয়ে গেলেন। উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুরে মধ্যবয়স্ক একজন কয়েকটি বই নিয়ে বললেন, সব পরিস্থিতিতে আপনারাই রাস্তায় থাকেন। একজন বললেন, সিপিএমের উচিত ছিল আপনাদের সঙ্গে থাকা। কলকাতার লেক এলাকায় একজন পুরনো বামপন্থী কর্মী কয়েকটি বই নিয়ে বললেন, সোভিয়েত আমলে প্রকাশিত সাহিত্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস ও ঘটনার বইগুলি আপনারা আবার প্রকাশ করুন।

কলকাতার একটি বুকস্টল

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রী স্টলে এসে পার্টির বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে বললেন, আমাদের এলাকায় সংগঠনের কাজ শুরু করুন, আমরা থাকব। পরে তাঁদের বন্ধুদের বই নিতে স্টলে পাঠান তাঁরা। ওই জেলারই রামপুরের একজন পরিযায়ী শ্রমিক স্টলে এসে কয়েকটি বই নেন। বলেন আমি বামপন্থায় বিশ্বাসী। যদিও আপনাদের দলের নই। কিন্তু আপনাদের বই ও পত্রিকায় বামপন্থার মূল আদর্শের কথা জানতে পারি। সে জন্যে আপনাদের বই পড়ি। আরও বই নেব শ্রমিক সমস্যার উপর। কয়েক জন বাম নেতৃস্থানীয় সরকারি কর্মচারী ও বাম লেখক বই নিয়ে বলেন, আপনারাই বামপন্থী আদর্শের একমাত্র ভরসা। আপনাদের মতাদর্শ প্রচারে নিরলস প্রচেষ্টা ও সময়োপযোগী ধারাবাহিক সঠিক আন্দোলন জনমনে ও বামপন্থীদের উপর প্রভাব ফেলছে। কলকাতার বেলেঘাটায় নির্বাচনের সময় যোগাযোগ হয়েছিল এমন একজন বামপন্থী মানুষ স্টলে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বসে বললেন, এই প্রথম আমি আমার দলের স্টলে থাকলাম না। জলপাইগুড়ি শহরে স্টল শেষ হয়ে যাওয়ার পর এক জন অফিসে এসে মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন সম্পর্কিত বইগুলি কিনে নিয়ে গেলেন। বামপন্থার প্রতি সাধারণ মানুষের এই আগ্রহ বামপন্থী গণআন্দোলনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেই নির্দেশ করে।

জীবনাবসান

হাওড়া জেলার বালি বেলুড় অঞ্চলে দলের দৃঢ় সমর্থক ও কর্মী-সমর্থকদের একান্ত প্রিয় মাসিমা, কমরেড প্রতিমা মুখার্জী ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি তিনি দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বালি সাপুইপাড়া নেতাজি কলোনির স্বল্পপরিসর ঘরে সন্তানদের নিয়ে প্রবল দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করলেও তিনি ছিলেন দলের প্রতি নিষ্ঠায় অবিচল। বহু চাপ, শাসক দলের কোনও প্রলোভন তাঁকে এই পথ থেকে সরাতে পারেনি। সন্তানদের বড় করার জন্য দারিদ্রের সাথে কঠোর সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তবুও অন্যায়ের কাছে মাথা নিচু করে কোনও সুবিধা নিতে অস্বীকার করেছেন সর্বদা। সব সময় চাইতেন তাঁর ছেলেমেয়েরা যেন দলের বিপ্লবী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয় ও দলের সাথে যুক্ত থাকে।

কমরেড প্রতিমা মুখার্জীর কাছে দলের ছাত্র-যুব কিশোর কর্মীরা তাঁর নিজের সন্তানের মতো স্নেহ পেত। আর্থিক অনটন যতই থাকুক, পার্টির কমরেডরা তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি কখনও তা বুঝতে দিতেন না, তাদের খাওয়ানোর জন্য ও বাড়িতে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

১৯৮০ দশকের গোড়ার দিকে বালি সাপুইপাড়া সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলনিকাশি নিয়ে দলের উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন ভাঙার জন্য ওই অঞ্চলের তৎকালীন বিধায়কের নেতৃত্বে সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনী এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালায়। সেই সময় কমরেড প্রতিমা মুখার্জী প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করে দলের কমরেডদের ঘাতক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন। নব্বইয়ের দশকে লঞ্চভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ওই আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন।

সরকারি দল হিসাবে বেলুড়ে যখন সিপিএমের প্রবল দাপট, সে সময় মাথায় ঘোমটা দেওয়া আটপৌরে এক মহিলা শিরদাঁড়া টানটান করে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছেন, লড়াই করছেন এ দৃশ্য বালি বেলুড় অঞ্চলের বহু মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন।

কমরেড প্রতিমা মুখার্জীর মৃত্যুতে দলের কর্মী-সমর্থকরা একজন লড়াকু মাতৃসমা কমরেডকে হারালেন।

কমরেড প্রতিমা মুখার্জী লাল সেলাম

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

তিনের পাতার পর

সত্ত্বেও মানুষের এ মস্তিষ্ক অনেক বড়, অনেক নিখুঁত। মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলল তার সব চাইতে নিকট হাতিয়ার— সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ। কথা বলতে পারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনিবার্যভাবেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতি হয়, তেমনি মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উন্নতি।"

তারপর এঙ্গেলস দেখালেন, কখন এবং কেন কৃষিজমির সর্বজনীন মালিকানা ব্যক্তি-মালিকানার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল, যার ফলে সমাজে শ্রেণি বিভাজন সৃষ্টি হল। "জমির উপর আদিম গোষ্ঠী-মালিকানার সহগামী ছিল একদিকে মানুষের এমন স্তরের বিকাশ যখন হাতের কাছে আশু যা পাওয়া যায় তার মধ্যেই মানুষের পরিধি সীমাবদ্ধ থাকছে এবং অন্যদিকে তার পূর্বশর্ত ছিল লভ্য জমির কিছু উদ্বৃত্তি যাতে এই প্রাথমিক ধরনের অর্থনীতির কোনও সম্ভাব্য কুফল সংশোধনের মতো খানিকটা জায়গা থাকছে।

এই উদ্বৃত্ত জমি যখন ফুরিয়ে গেল তখন গোষ্ঠী-মালিকানারও অবনতি ঘটল। পরের উন্নততর সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতি কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টি করে শাসক এবং উৎপীড়িত শ্রেণির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত করল।" (চলবে)

ত্রাণের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ

৮ অক্টোবর এআইডিএসও-র উদ্যোগে কেলেঘাই ও বাগুই নদীর স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, দুবদা ও বারচৌকা বেসিন সংস্কার, জলনিকাশির জন্য খালগুলির সংস্কার, বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসামগ্রী প্রদানের দাবিতে ছাত্র মিছিল এগরা শহর পরিক্রমা করে মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি দেয়। সংগঠনের জেলা কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধিদল ।

সাভারকারের ‘বীরত্ব’ রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ গত ১২ অক্টোবর তাঁদের হিন্দুত্ববাদী ‘আইকন’ বিনায়ক দামোদর সাভারকার সম্পর্কিত একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে দাবি করলেন — ‘‘বার বার বলা হয়ে থাকে যে বৃটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সাভারকার মুক্তির আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সত্য ঘটনা হল, তাঁর নিজের মুক্তির জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। ... মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে মুচলেকা দিয়েছিলেন।’’

রাজনাথ সিংহ দাবি করে থাকেন, তের বছর বয়স থেকে তাঁর নাকি আরএসএস-এর সঙ্গে সম্পর্ক। ফলে তিনি কতটা হিন্দুত্ববাদী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনাথ সিংহরা সাভারকারের ‘বীরত্ব’ তুলে ধরতে তার নামের আগে ‘বীর’ বিশেষণটি আরোপ করেন। আর যখনই তাকে ‘বীর’ বলে উল্লেখ করেন, তখনই কতগুলো প্রশ্ন তাঁদের দিকে ধেয়ে আসে। প্রশ্ন আসে, তিনি কেমন বীর যিনি ব্রিটিশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে আন্দামানে সেলুলার জেলে যাওয়ার দু’মাস পর থেকেই মোট পাঁচ পাঁচটি ‘মার্সি পিটিশন’ তথা ক্ষমা প্রার্থনার চিঠি দিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছেন! প্রশ্নটা রাজনাথ সিংহদের কাছে একটা বড় বিড়ম্বনা। এই বিড়ম্বনা কাটাতে এতদিন তাঁরা কম চেষ্টা করেননি। তাঁদের এক একজন নেতা একেকভাবে সেইসব মার্সি পিটিশনের কারণ ব্যাখ্যা করতেন। তাদের অনেক নেতাই এমনকি সমাজ-মাধ্যমেও সেসব ব্যাখ্যা গত কয়েক বছরে পোস্ট করেছেন, যা যে-কেউই এখনও দেখতে পাবেন। সে-সব ব্যাখ্যা কী? কেউ লিখেছেন, ‘ওটা ছিল সাভারকারের কৌশল। কারণ তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশরা তাঁকে কিছুতেই ছাড়বে না, তখন সেই কৌশল অবলম্বন করে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।’ প্রশ্ন আসে, তাই বলে মার্সি পিটিশন! এ তো কাপুরুষতা! সাভারকারের ভক্তরা কেউ কেউ এই সমালোচকদের পাল্টা বলে থাকেন, ‘আগে কালাপানি পার হয়ে আন্দামানের জেলের কুঠুরিতে ক’দিন থাকুন, তারপর সাভারকারের সমালোচনা করবেন।’ আর তক্ষুনি প্রশ্ন ধেয়ে আসে, সাভারকার তা হলে ‘বীর’ রইলেন কী করে? ফলে সাভারকারের বার বার মার্সি পিটিশন দেওয়া, আর তিনি কত ব্রিটিশের অনুগত হয়ে থাকতে চান তার বর্ণনা দেওয়া দরখাস্তগুলি সাভারকারকে কিছুতেই ‘বীর’ বলে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছিল না। বরং সেলুলার জেল বা অন্যান্য জেলে অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে চরম অত্যাচার সহ্য করেও ব্রিটিশের কাছে এতটুকু মাথা নোয়াননি সেই তথ্যই বার বার উঠে এসেছে এবং তাঁদের তুলনায় সাভারকারকে একজন বীর তো নয়ই, বরং অত্যাচারের ভয়ে চরম ভীত একজন বলেই মনে হয়েছে।

ইদানিং দেখা যাচ্ছে, সাভারকারের ‘বীরত্ব’ রক্ষা করার জন্য আরএসএস এক নতুন পথ বেছে নিয়েছে। তাদের কিছু লেখক, সাভারকারের মুচলেকা-পত্রের সংখ্যা ও সাল-তারিখ উল্লেখ না করে, গান্ধীজির ১৯২০ সালে একটি চিঠি এবং ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় গান্ধীজির একটি লেখাকে বিকৃত করে এবং নিজেদের মনমতো ব্যাখ্যা করে বইপত্র লিখছেন। তেমনই একজন লেখক হলেন বিক্রম সম্পথ। সেই বইকেই আবার ‘রেফারেন্স’ হিসাবে ব্যবহার করে রাজনাথ সিংহরা তাঁদের বক্তৃতা সাজাচ্ছেন এবং পরিবেশন করছেন। সবাই জানেন গান্ধীজি ছিলেন একজন অহিংসবাদী নেতা। তাই, যে অভিযোগে সাভারকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই কাজকে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সমর্থন করার কথা নয়। কিন্তু যখন সাভারকার জানিয়েছেন যে তিনি আর স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও কর্মসূচিতেই থাকবেন না, বরং সরকারকেই সাহায্য করবেন, তখন গান্ধীজি জেলবন্দি সাভারকারের সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করা এবং মুক্তির বিষয়ে ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় লিখেছেন। এতেও কোথাও মুচলেকা দেওয়ার পরামর্শ নেই।

ইতিহাস সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা জানেন, গান্ধীজি ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছিলেন এবং অহিংস ধারায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সাভারকার সেলুলার জেলে প্রেরিত হয়েছিলেন ১৯১১ সালের জুলাই মাসের শুরুতে। সেখানে দু’মাস না যেতেই ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনি একটি দরখাস্ত পাঠান। চিঠিটা এখন পাওয়া না গেলেও সেটার প্রাপ্তিস্বীকার যে করা হয়েছে ঐ বছর ৩০ আগস্ট, সেই তথ্য রয়েছে। ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় ‘মার্সি পিটিশন’-এ সাভারকার প্রথম পিটিশনটির উল্লেখ করেন এবং লেখেন, ‘‘I remind your honour to be so good as to go through the petition for clemency I had sent in 1911.’’ ঐ পিটিশনেই তিনি আরও লেখেন ‘‘I am ready to serve the Government in any capacity they like ...’’. তারপর ব্রিটিশ শক্তির প্রতি ভক্তি দেখিয়ে সাভারকার লিখলেন, ‘‘ ... the mighty alone can be merciful and therefore where else can the prodigal son return but to the parental doors of the government.’’ এরপর ১৯১৪ সালে সাভারকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে আরও একটি ‘মার্সি পিটিশন’ পাঠান।

এসব পিটিশন যে গান্ধীজি এ দেশে আসার আগেই লেখা হয়েছিল তা রাজনাথ সিংহরা খুব ভাল করেই জানেন। সে জন্য এই প্রসঙ্গে বলার সময় সাল-তারিখ উল্লেখ করা থেকে তিনিও বিরত ছিলেন। এদেশে গান্ধীজি আসার পর ১৯১৮ এবং ১৯২০ সালেও সাভারকার মার্সি পিটিশন পাঠিয়েছিলেন। এবার দেখা যাক গান্ধীজির যে চিঠির কথা রাজনাথ সিংহরা উল্লেখ করছেন সেই চিঠিটি কোন প্রসঙ্গে। ১৯২০ সালে সাভারকারের তৃতীয় ভাই তার দুই দাদাকে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য গান্ধীজির কাছে পরামর্শ চান। উত্তরে গান্ধীজি লিখেছিলেন, ‘‘I have your letter. It is difficult to advice you. I suggest, however, your framing a brief petition setting forth the facts of the case bringing out in clear relief the fact that the offence committed by your brother was purely political.’’ এসব কথা যে কেউই গান্ধীজির ‘কালেকটেড ওয়ার্কস’-এ দেখতে পাবেন এবং রাজনাথ সিংহের এটাও অজানা থাকার কথা নয়।

তা হলে বিষয়টা কী দাঁড়ালো? সাভারকারের ভাই গান্ধীজির কাছে পরামর্শ চাইলেন। গান্ধীজি বললেন, এমন করে পিটিশন দেওয়া হোক যে তার দাদার অপরাধের বিষয়টা পুরোপুরি রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। এখানে মুচলেকা দিয়ে ব্রিটিশের পক্ষে কাজ করার পরামর্শ তো কোথাও নেই। যে কোনও ভারতীয়ই স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে ব্রিটিশের কারাগারে থাকা একজনের মুক্তিই চাইবেন, গান্ধীজিও চেয়েছিলেন। এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ এই চিঠিটির উল্লেখ করেই স্বাধীনতা আন্দোলনে পেছন থেকে ছুরি মারার অপরাধ থেকে সাভারকারকে দোষমুক্ত করতে আজ আরএসএসের নেতারা এবং রাজনাথ সিংহ গান্ধীজির উপর তার দায় চাপিয়ে দিতে তৎপর।

শুধু মুক্তি পেতে মুচলেকা দেওয়ার বিষয়েই নয়, দেশভাগের যে দায় সাভারকারের উপর বর্তায়, সেখান থেকেও আরএসএস আজ সাভারকারকে দায়মুক্ত করতে ব্যস্ত। যে সাভারকার ১৯৩৫ সালে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করলেন যে মুসলিম ও হিন্দু আলাদা জাতি এবং যা দিয়ে ব্রিটিশের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ বা ‘ভাগ করো এবং শাসন করো’ নীতিকেই সাহায্য করলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলিম লিগকেও পাকিস্তানের দাবি তুলতে ইন্ধন যোগালেন, তার সম্পর্কেই উদয় মাহুরকার এবং চিরায়ু পণ্ডিত যে বই লিখেছেন, সেটা হল — ‘Veer Savarkar : The Man Who Could Have Prevented Partition’ এবং তা প্রকাশ করলেন রাজনাথ সিংহ।

স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের ‘বখাটে ছেলে’ সাভারকার জেল থেকে মুক্ত হয়ে ‘ব্রিটিশের ভাল ছেলে’ হয়ে এ দেশে হিন্দুধর্মের সাথে জাতীয়তাবাদের মিশেল দিয়ে তাকে উপস্থাপনা করা আর ভারতের ‘পূণ্যভূমিতে’ অন্য ধর্মের মানুষকে বর্জন করার বা অধস্তন রাখার পরিকল্পনাটিকেই প্রচার করতে থাকলেন। তাই তার কাছে ভারত রাষ্ট্র মানেই হিন্দুরাষ্ট্র এবং জাতি মানেই হিন্দুজাতি। সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এ দেশ থেকে হটানোর জন্য লড়াইয়ের কোনও কথা নেই। এটাই হল সাভারকারের আদর্শ। তাই ব্রিটিশের ‘ভাগ করো এবং শাসন করো’ নীতির ক্রীড়নক হয়ে মানবজাতির প্রতি ভালবাসার বদলে জীবনভর তিনি প্রচার করে গেলেন বিদ্বেষের কথা।

এর পাশাপাশি আমরা দেখি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরবিপ্লবী ক্ষুদিরাম, রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্য সেন সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের অসংখ্য সেনানীদের — যাঁরা ব্রিটিশের জেলে চরমতম অত্যাচার সহ্য করেছেন হাসিমুখে। এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকাঙক্ষা তাঁদের কম ছিল না। তবুও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বেদিমূলে তাঁরা তাঁদের প্রিয় জীবনকে ধুপের মতো জ্বালিয়ে দিয়ে দুনিয়ার সামনে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, বিপ্লবীরা কীভাবে মৃত্যুভয়কে জয় করে পরাধীন দেশের মুক্তিকামনায় আরও লাখো মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ, যিনি ব্রিটিশ রাজত্বে সেলুলার জেল, মান্দালয় জেল সহ বিভিন্ন জেলে যৌবনের ত্রিশটি বছর কাটিয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন — ‘‘আমি ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ৩০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, ৪/৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি। ... জেলখানার পেনাল কোডে যেসব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যে-সব শাস্তির কথা লেখা নাই, তাহার প্রায় সব সাজাই ভোগ করিয়াছি।’’ তবুও ব্রিটিশরা তাঁর মাথা এতটুকু নোয়াতে পারেনি। এই মহান বিপ্লবী দেশ ভাগের পর তাঁর জন্মস্থান পূর্ব পাকিস্তানেই ছিলেন। ১৯৭০ সালে ভারতে এলে একজন সাংবাদিকের একটি প্রশ্নের উত্তরে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বলেছিলেন — ‘‘প্রকৃত বিপ্লবীরা কোনও সম্প্রদায়ে বিশ্বাস করে না একমাত্র মানব সম্প্রদায় ছাড়া। আপনারা কি মনে করেন যে, ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বিপ্লবীরা কেবলমাত্র হিন্দুদের স্বাধীনতার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন? তারা ভারতের মুক্তি কামনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য তারা গৃহত্যাগ করেননি।’’ তাঁদের ছিল ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা। আর সাভারকারের জেলজীবনটায় দেখা যাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বার বার মার্সি পিটিশন আর ব্রিটিশ-বন্দনা এবং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরের জীবনটায় দেখা যাবে উগ্র-হিন্দুত্বের প্রচারের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার। এই বিদ্বেষের উত্তরাধিকারই বহন করছেন আজকের রাজনাথ সিংহ, অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদীরা। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষরা যেহেতু তা পছন্দ করেন না, তাই তাঁদের প্রয়োজন পড়ছে ইতিহাস-বিকৃতি ঘটানোর। সাভারকারের ব্রিটিশের কাছে মুচলেকা দেওয়ার দায় গান্ধীজির উপর চাপিয়ে দেওয়ার এই অপচেষ্টা তারই অঙ্গ।

সাভারকার ‘ব্রিটিশের ভাল ছেলে’ হয়ে এ দেশে হিন্দুধর্মের সাথে জাতীয়তাবাদের মিশেল দিয়ে অন্য ধর্মের মানুষকে বর্জন করার বা অধস্তন রাখার পরিকল্পনাটিকেই প্রচার করতে থাকলেন। তাই তার কাছে ভারত রাষ্ট্র মানেই হিন্দুরাষ্ট্র এবং জাতি মানেই হিন্দুজাতি। সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এ দেশ থেকে হটানোর জন্য লড়াইয়ের কোনও কথা নেই। এটাই হল সাভারকারের আদর্শ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এস এফ আইয়ের হামলার বিরুদ্ধে কেরালায় এআইডিএসও-র প্রতিবাদ বিক্ষোভ

কেরালার কোট্টায়াম জেলায় অবস্থিত মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এআইএসএফ নেতা-কর্মীদের উপর এসএফআই হামলা করে। এর বিরুদ্ধে ২২ অক্টোবর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এআইডিএসও প্রতিবাদ সভার ডাক দেয়। সভার সূচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এম কে শাহাজাদ। সারা রাজ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসএফআই যে হামলাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে প্রতিবাদে মুখর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সভায় সংগঠনের অন্যান্য রাজ্য নেতাও বক্তব্য রাখেন। পুলিশি বাধাকে অগ্রাহ্য করেই এআইডিএসও নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করেন।

বোলাঙ্গিরে যৌন-ব্যবসা চক্রের বিরুদ্ধে বনধ

ওড়িশার কালাহান্ডিতে এক বেসরকারি স্কুলে যৌন-ব্যবসা চক্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ওই স্কুলের অধ্যক্ষ মমিতা মেহের। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্কুলের মালিক ও স্থানীয় বিজেডি বিধায়কের দুষ্টচক্র তাঁকে অপহরণ করে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস তিনদিন ধরে বিক্ষোভ দেখায়। মোমবাতি মিছিল হয়। এস ইউ সি আই (সি)-র বোলাঙ্গির জেলা সংগঠনী কমিটি ২১ অক্টোবর বোলাঙ্গির বনধের ডাক দেয়, যা সাধারণ মানুষ সর্বাত্মক সফল করে তোলেন।

নামমাত্র দামে এয়ার ইন্ডিয়াকে টাটার হাতে তুলে দেওয়ার তীব্র নিন্দা

এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, যে এয়ার ইন্ডিয়া একসময় একটি গৌরবোজ্জ্বল সরকারি সংস্থা হিসাবে গণ্য হত, সেটিকে মাত্র ১৮ হাজার কোটি টাকার নামমাত্র মূল্যে যেভাবে টাটার হাতে তুলে দেওয়া হল, সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি তার তীব্র নিন্দা করেছে। এই পদক্ষেপ বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে সরকারি সংস্থা ও সরকারি ক্ষেত্রের সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ এবং সরকারি ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন প্রকল্পেরই অঙ্গ।

ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে এয়ার ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করে এবং ১৯৫৩ সালে এটি জাতীয়করণ করা হয়। সেই সময় থেকে সরকার এই সংস্থাটি গড়ে তুলতে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছে। শুধু ২০০৯-১০ সালেই এই কাজে সরকার ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার ৬৭ হাজার কোটি টাকা ঋণের ৪৬ হাজার ২৬২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করবে বলে ঘোষণা করেছে। বলা বাহুল্য, এই পুরো টাকাটাই জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা রাজস্বের ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করা হবে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, একচেটিয়া কারবারীদের সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লাগামহীন শোষণে ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত জনসাধারণের ওপরে এই অর্থ সংগ্রহের জন্য বিপুল করের বোঝা চাপানো হবে। এই বেসরকারিকরণে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরি অসুরক্ষিত হয়ে পড়বে এবং একই সঙ্গে এঁদের পরিবারের সদস্যরাও বিপদগ্রস্ত হবেন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কর্তৃক এয়ার ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণের জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এআইইউটিইউসি বলেছে, বিশ্বায়নের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই ঘটনা শ্রমিক শ্রেণির ওপর এক কঠোর আঘাত।

সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে এয়ার ইন্ডিয়া বেসরকারিকরণের এই জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য দেশের সমস্ত সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিশেষত মেহনতি মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

লখিমপুরে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে ধিক্কার দেশ জুড়ে

৩ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষক মিছিলের ওপর গাড়ি চালিয়ে দিয়ে এবং গুলি করে ৮ জন কৃষককে নৃশংস ভাবে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলে, ভাই ও অন্য বিজেপি গুণ্ডাদের চরম শাস্তি দেওয়ার দাবিতে এবং ওই মন্ত্রীর পদত্যাগ ও মৃত কৃষকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) ৫ অক্টোবর প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্য সারা দেশের জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানায়। একই সাথে পেট্রল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে অজুহাত করে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে যথেচ্ছ বাসভাড়া আদায় করা হচ্ছে তার প্রতিবাদে পরিবহণ মন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পরিবহণ সচিবের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনার পরদিন ৪ অক্টোবর প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই কোচবিহার শহরে এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে মিছিল হয়। স্থানীয় ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে শুরু করে কাছারি মোড়-হরিশ পাল চৌপথি-ভবানীগঞ্জ বাজার ও বাস টার্মিনাস সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ পথ এই মিছিল পরিক্রমা করে। ৫ অক্টোবর কোচবিহার সদরে এসডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

৫ অক্টোবর সারা ভারতের নানা স্থানে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়।

নদীয়ার বারুইপাড়া থেকে পলশুণ্ডা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। বিক্ষোভ সভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কৃষ্ণনগরে পৌরসভা মোড়েও রাস্তা অবরোধ ও কুশপুতুল দাহ করা হয়।

জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

পাটনা, বিহার

ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ

মুজফফরপুর, বিহার

দিল্লি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com